প্রসঙ্গ স্বাধিকার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের নিয়ে গড়ে তোলা যৌথ মঞ্চের আন্দোলনের লক্ষ্য একটাই- হারিয়ে যেতে থাকা স্বাধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রশাসনের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত সরকারী দপ্তরে পরিণত হয়েছে। স্যার আশুতোষের সময় থেকে যে স্বাধিকারের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ; প্রতিমুহূর্তে সেই বিষয়ে সমঝোতা করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রতিটি সদস্যই কম-বেশি উদ্বিগ্ন। গত চার বছর ধরে স্ট্যাটুট নেই, সিন্ডিকেটে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব নেই; ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল নেই। নতুন সরকারের নতুন আইনে যেটুকু গণতান্ত্রিক পরিসর আছে - তা ব্যবহার করার ন্যূনতম ইচ্ছে এই 'মনোনীত' সিন্ডিকেটের নেই। বরং রয়েছে COSA চালুর মধ্য দিয়ে সরকারের সুনজরে পড়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

এই প্রবণতার শেষতম উদাহরণ 'ফিনান্স অফিসার' পদের অবলুপ্তি। ২০০৭ সালে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মেনে ভি.এল. কলেজের 'প্রিন্সিপাল' পদটিকে 'ফিনান্স অফিসার' এ পরিবর্তিত করেন।এটুকু স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য এবং এরকম নজির প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে অসংখ্য। যে উপাচার্যের নেতৃত্বে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তক্রমে 'ফিনান্স অফিসার' পদের সৃষ্টি, সেই উপাচার্যের নেতৃত্বেই আরেক সিন্ডিকেট রাজ্য সরকারের প্রতি আনুগত্যের নমুনা দেখাতে পদটিই অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলতঃ ৫৭ বছর বয়সে ফিনান্স অফিসার চাকরি খোয়ালেন। কী দোষ করেছিলেন ভদ্রলোক? কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে, নিজের বিশেষজ্ঞতার প্রমাণ দিয়ে বিগত বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাণপাত করেছেন। তার পুরস্কার হাতে নাতে চুকিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। মুখে কুলুপ এঁটে ক্লীবতার পরিচয় দিয়ে চুপ থেকেছে মনোনীত সিন্ডিকেট। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ইতিমধ্যেই ফিনান্স অফিসার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং মহামান্য আদালত তাঁর প্রাথমিক আদেশনামায় পদ অবলুপ্তির বিষয়ে স্থগিতাদেশ জারি করেছেন--.....the said post was filled up upon advertisement and competitive selection and that the petitioner was appointed way back in the month of July, 2008, the abrupt decision to abolish the said post would work out injustice.

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪। দিনটা মনে রাখবেন। ঐ দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত 'আর্থিক দুর্নীতি'র অভিযোগের সূত্রপাত। অভিযোগকারী মাননীয় সহ-উপাচার্য (অর্থ) হঠাৎ করেই একটি 'বিশেষ' কাগজ খুঁজে পেলেন। ঐ 'বিশেষ' কাগজ মারফৎ জানা গেল ফিনান্স অফিসার' নাকি নিজের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। ফিনান্স কমিটির সভা ডাকা হল বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪। ঐ দিনই কানাড়া ব্যাঙ্ক পরিস্কার ভাবে জানালো :

'As per our own records, the deposit is in the name of C.U. A/c general fund and status of Sri Harisadhan Ghosh, Finance officer Sir Abhik Kusari, Accounts officer are signatories to operate the account and not that of joint depositor'.

তা সত্ত্বেও ফিনান্স অফিসার দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং তাঁকে অনির্দিষ্ট কাল ছুটিতে পাঠানো হল। ব্যাপারটিকে আরও একটু শক্তপোক্ত করতে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে সাসপেন্ড করা হলো। অভিযোগকারীকেই প্রধান করে তদন্ত কমিটি তৈরী হল। অনেক 'Brain Storming' সেশনের পরেও নতুন অভিযোগ খুঁজে পাওয়া গেল না, তাই ৩০ এপ্রিল, ২০১৫ -র চার্জশিটে উদ্ধৃত হল সেই পুরোনো অভিযোগ ঃ

'It is also alleged that you have declared yourself as the sole beneficiary in a Kamdhenu deposit account for a sum of Rs. 5 Crores crearted in Canara Bank, College Street Branch'.

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, চার্জশিট পেশের ঠিক আগের দিন ২৯ এপ্রিল, ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ঐ ফিক্সড ডিপোজিটটিই ভাঙ্গানোর সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ প্রশাসন প্রকাশ না করলেও মেনে নিয়েছিন যে ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই গচ্ছিত আছে, ব্যক্তি ফিনান্স অফিসারের নামে নয়। এইসব তথ্য জানতে পারার পর বিষয়টা দিনের আলোর মত পরিস্কার। ফিনান্স অফিসার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন আগেই। ঘটনাক্রম তৈরী হয়েছে সেই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক। আমাদের সহকর্মী আজ আক্রান্ত। তাঁর

পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়। আমরা তদন্তের বিরোধী নই। কিন্ত তদন্তকে দীর্ঘায়িত করে অযথা একজন মানুষকে সামাজিক হেনস্থা করার অধিকার প্রশাসনের নেই। সুযোগ বুঝে অহেতুক 'নাক' গলাচ্ছে রাজ্য সরকার। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিষয়টি দ্রুত সমাধান করুক।

শেষ করব এই কথা বলে, যে যাবতীয় ষড়যন্ত্রের আঁতুরঘর এই 'মনোনীত' সিন্ডিকেট। বারো তেরো জন মনোনীত লোকের হাতে এই প্রতিষ্ঠানের ভার আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। নির্বাচিত প্রতিনিধি চাই- চাই আমাদের কথা বলার জায়গা --- আর তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যৌথমঞ্চের লড়াই চলবে। আপনাকেও আমাদের পাশে চাই।